নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৩, পৃ : ২৬৯-২৭২
© ২০০৮ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ক্ষুধা এবং জ্ঞান

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর*

সামাজিক নৃবিজ্ঞানে অন্য কিংবা অন্য সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট। এই কনসেপ্টের সূত্র জাঁ পল সাত্রের Being and Nothingness থেকে তৈরি হয়েছে। look কিংবা দেখা তার বড়ো দার্শনিক উদ্ভাবন।

দেখা আমার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক অন্য মানুষের সঙ্গে। আমি দেখি এবং আমাকে দেখা হয় ঃ এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য যুগান্তরের। পার্থক্য সাদামাটা কেবল নয়, পার্থক্যের ভিত্তি ক্ষমতা সম্পর্ক। আমার দিকে তাকানোর অভিজ্ঞতা এবং আমি তাকাই, এর মধ্যে আছে অন্য মানুষদের অস্তিত্বের সমস্যা। আমি ক্ষমতার দিক থেকে যখন তাকাই তখন অন্যরা হয়ে ওঠে বিষয়, বস্তু, নিশ্চেতন জড়। শমার সেট মমের পূর্ব এশিয়া এবং ওশেনিয়া সংক্রান্ত বহু গল্পে আছে, ইউরোপীয়ান নারী এবং পুরুষ এশিয়ান এবং ওশেনিয়ান ভৃত্য কিংবা নিম্ন পদস্থ লোকজনদের সামনে যৌন কর্মে রত হয়েছে, তাদের মধ্যে কোন লজ্জাবোধ নেই, বরং এক ধরনের অহংকার তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল, এরা তো আমাদের মতো মানুষ নয়। মুনতাসির মামুনের কোই হ্যায় বইটিতে ভারতের কলোনিয়াল শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের মধ্যে দেখছি একই প্রবণতা। বিশাল ভৃত্যতন্ত্রের কোন নাম নেই, শ্বেতাঙ্গদের সেবা করবার জন্য এদের কাজে লাগানো হয়েছে। সাঁত্রে এই বিষয়টিকে বলেছেন thingification, দৃশ্যমানতার রূপান্তর, ক্ষমতার দিক থেকে ক্ষমতাহীনদের অস্তিত্ব নেই। এই অস্তিত্বহীনদের সমস্যা বর্তমান বাংলাদেশেও দেখছি। দেশে খাদ্যাভাব চলছে, অভাব শুরু হয়েছে, দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি সর্বত্র। রাষ্ট্র পরিচালকদের কাছে ক্লিষ্ট মানুষজন তাদের মতো ফিটফাট্ট কীট মানুষ নয় বলে ক্ষমতাবানরা উপদেশ নয় রাত করে চলেছেন ঃ ভাত কম খেতে, ভাতের বদলে আলু খেতে, বোরো ধান উঠলে বেশি খেতে, এখন কম খাওয়ার না-খাওয়ার পালা। দেশের বিরাট বিশাল জনমানুষ ক্ষমতাবানদের দিক থেকে thingification এ পরিণত, এই সব মানুষজন ক্ষমতাবানদের দিক থেকে বনী আদম নন। দুর্ভিক্ষের সংজ্ঞা পর্যন্ত

*অধ্যাপক , রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পরিচালক ও গবেষক, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ
ই-মেইল: csstudies@gmail.com

ক্ষমতাবানরা বদলে দিচ্ছেন, মানুষজন hidden hunger এর শিকার মানুষজন খেতে পাচ্ছেন না, না খাওয়াটা লুকিয়ে রাখতে পারলে বর্হিবিশ্বের মিডিয়া জানবে না। সত্যি কি তাই? সাংবাদপত্র থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ 'লালমনিরহাট থেকে ট্রেনে বুড়িমারী যেতে মাঝ পথে ছোট একটি স্টেশন। নাম পারুলিয়া। এখানে তিস্তা নদী দিয়ে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপের মতো চর আছে, নাম ডাউয়া বাড়ির চর। কেমন আছে এ গ্রামের মানুষ তা জানতে কোমর পানি ভেঙ্গে ওপারে যেতে প্রায় দুই কিলোমিটার উত্তপ্ত বালুচর অতিক্রম করতে হলো। চৈত্রের কড়কড়ে দুপুর রৌদ্রে ধুধু বালিতে তখন তাপ তরঙ্গ নাচানাটি করছে। এ 'হিটওভের' ফাঁক দিয়ে মানুষের অস্পষ্ট অবয়ব ভেসে ওঠে। কাছে আসতেই দেখা গেল তার মাথায় ছোট এক আটি খড়ের বোঝা। খড়ের বোঝা নিয়ে কোথায় যান-এ প্রশ্নের জবাবে অপিজল মিঞা জানান, গেরামোত কাজ নাই বাহে। খ্যাড় ব্যচেয়া যা পাইম তাকে দিয়া যদি অ্যাকনা চাইল কিনবার পাও।' এই খ্যাড়ের বোঝার দাম খুব বেশি হলে ১০-১২ টাকা হতে পারে। তিনি জানান, দুদিন আগে আলু তোলার কাজ করে মজুরি পেয়েছিলেন ৪০ টাকা। ৩৩ টাকা দিয়ে এক কেজি চাল আর ৬ টাকা দিয়ে আধা কেজি আলু কিনেছেন। আর থাকে ১ টাকা। এক টাকা দিয়ে কিছুই পাওয়া যায় না। তাই বিড়ি কিনেছেন। ৬ সদস্যের পরিবারে ওই চারের ভাত আর আলু ভর্তা দিয়ে কোন রকমে আধা পেট ভরে সবাই খেয়েছেন। পরের দুদিন কাজ জোটেনি। চরে তেমন খড়ও নেই, উপোস শরীরে সারা সকালে যেটুকু পেয়েছেন তাই নিয়ে বাজারে যাচ্ছেন। খড় বেচে সেই টাকায় আধা কেজি চালও হবে না বলায় তিনি করুন স্বরে বলেন, ক্ষিধাতে ছাওয়াটায় কাঁদেন সহ্য করবার পাওনা যে বাবা (দৈনিক সমকাল, ২০০৮)। একে কি আকাল বলব? না লুকনো ক্ষিদে বলব? এই আকাল, এই দুর্ভিক্ষ স্পষ্ট, রাকঢাক নেই। একে লুকনো যায় না, ভিন্নতর সংজ্ঞা দিয়ে াকা দেওয়া যায় না। কিন্তু ক্ষমতাবানদের কাছে মানুষ না খেয়ে মারা না গেলে দুর্ভিক্ষ হয় না।

সাঁত্রের দেখার কনসেপ্ট থেকে তৈরি হয়েছে ফাননের ডিকলোনাইজেসন এবং রেইসের নতুন রাজনীতি, সিমোন দ্য বুভের নতুন ফেমিনিজম, মারলো পোঁত্তের শরীর এবং পেইন্টারলী ত্বকের নতুন নন্দনতত্ত্ব। তাকানো দিয়ে অন্য মানুষকে বিষয়ে, জড় বস্তুতে পরিণত করার উৎসে আছে প্রভুত্ব এবং অধীনস্ততা। এর বদল সম্ভব, ফাননের ভাষায়, যখন অন্যরা ফিরে তাকায় কিংবা তাকানো ফেরত দেয়। ফানন এবং দুৎবুভের দিক থেকে বলা যায়, এখান থেকে শুরু হয়। কলোনিয়াল কিংবা কলোনইজিং তাকানোর বিপরীত তাকানো, এভাবে অধস্তন ব্যক্তি, ক্ষমতাহীন ব্যক্তি প্রাথমিকভাবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

মিশেল ফুকো অন্য বিষয়ক থীমগুলো আত্মসাত করেছেন ভিন্নভাবে। তার সূত্রপাত Madness and Civilization বই থেকে, তার যাত্রা আমলাতান্ত্রিকতা তৈরির মধ্যে দিয়ে। ফুকোর প্রচেষ্টা প্রভুত্বের রাজনীতির বিশ্লেষনের মধ্যে এবং জ্ঞান ও ক্ষমতা একত্র করার মধ্যে, যাতে জ্ঞান ও ক্ষমতা হয়ে ওঠে অবিচ্ছেদ্য, সাঁত্রের তাকানো বদলে যায় পরিমাপের এক যন্ত্রে। দৃশ্যমান এইভাবে হয়ে ওঠে আমলাতান্ত্রিক তাকানো, যা-কিনা সর্বত্র পরিমাপযোগ্যতা খুঁজে বেড়ায় অন্য ও আমার মধ্যে। এই পদক্ষেপে অন্তরিত মৌলিক পূর্ণবন্টন, সাঁতের তাকানোর মডেলের সম্পূর্ণ বদল। অধস্তন আমি এবং আমার ওপর প্রভুত্ব যে করছে দুজনের ক্ষমতা কি পরিমাপযোগ্য? আমি কতটুকু পর্যন্ত কিংবা কতদূর পর্যন্ত ফিরে তাকাতে পারি যে আমার ওপর প্রভুত্ব করছে তার দিকে? এই প্রশ্নগুলোর সবদিক থেকে বিচার ফুকোর মধ্যে নেই বললে হয়। ভাত খাওয়া এবং না খাওয়ার কর্তৃত্ববাদ বিরোধী রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবল সাড়া তুলতে হয়তো সক্ষম হয় না। সমাজে এবং রাষ্ট্রে নির্যাতন থেকেই যায়। সাঁত্র থেকে লিবারেশনের যে সাড়া পাওয়া যায়, ফুকোতে সেই সাড়া কম উপস্থিত। জ্ঞানের সঙ্গে ক্ষমতার একাত্মতা, জ্ঞান শাস্ত্রের শব্দে প্রভুত্বের রাজনীতির একাত্বতার ঝোঁক হচ্ছে রাজনীতিকে একটি স্বতন্ত্র উদাহরণে বদলে দেয়া, জ্ঞানের সকল ধরণ এবং পরিমাপকে ডিসিপ্লিন, নিয়ন্ত্রন ও প্রভুত্বের মধ্যে বদলে দেয়া, বাস্তব থেকে রাজনীতিকে বহিষ্কার করা এবং বাস্তবকে অস্বীকার করা। এই অস্বীকার করবার প্রবণতা ক্ষমতাবানদের মধ্যে প্রকট। যা উপদেষ্টা ডঃ শওকত আলী বলেছেন, দেশে নীরব দুর্ভিক্ষ নয়, চাপা ক্ষুধা পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বর্তমান পরিস্থিতিকে কোন মতেই দুর্ভিক্ষ বলা যাবে না। কেননা দুর্ভিক্ষের সংজ্ঞা ভিন্ন। দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিতে অনাহারে ব্যাপকহারে মানুষ মারা যায়। সে ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতি এখনো দেখা দেয়নি। তবে ক্ষুধা বেড়েছে। এ ধরনের চাপা ক্ষুধা বা হিডেন হাঙ্গার পরিস্থিতি বিরাজ করছে। তা বেশি করে টের পাচ্ছে দারিদ্র সীমার নিচের মানুষেরা। বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তায় রয়েছে ২৫ লাখ মানুষ। না খেয়ে দু একজন মানুষ মারা গেলেও সেটাকে দুর্ভিক্ষ বলা যাবে না। খেতে না পেয়ে ব্যাপক হারে মানুষ মারা গেলেই কেবল সেটাকে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি বলা যাবে। দুর্ভিক্ষের তিনটি আলামত থাকে, যেমন খাদ্যের দুস্পাপ্যতা, অনাহার এবং অনাহারে ব্যাপক মৃত্যু। এই জ্ঞানকে কি বলব? এই জ্ঞান কি মানুষকে বাঁচার পক্ষে যুক্তি দেয়? অন্য একজন ক্ষমতাবান এই পরিস্থিতিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহ কষ্ট দিয়ে মানুষের ঈমান পরীক্ষা করছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, গরীবদের ঈমান পরীক্ষা কেন? বিত্তবানদের ঈমান পরীক্ষা নয় কেন? কে এ সবের জবাব দেবে।

তথ্যপঞ্জী

Foucault, Michel 1988. Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason. London: Rautgladge

Sartre, Jean-Paul 1968. *Search for a Method*. London: Vintage Publisher

দৈনিক সমকাল, ১লা এপ্রিল ২০০৮

মামুন, মুনতাসির ২০০৮. কোই হ্যায়, ঢাকা : ইউ.পি.এল দৈনিক সমকাল (২০০৮) ১লা এপ্রিল